রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে
প্রণীত

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১০

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ
নীতিমালা, ২০১০

প্রকাশক
রেজিস্ট্রার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনা দপ্তর প্রকাশনা : ৬০
রাবি প্রকাশনা : ১৪৮
মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০
অক্টোবর ২০১১

সার্বিক তত্ত্বাবধান
প্রকাশনা দপ্তর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

১। নীতিমালার উদ্দেশ্য, শিরোনাম ও সূচনা

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে;

যেহেতু কোন হয়রানি ও নিপীড়ন, যা একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি করে এবং তাঁর সমান সুযোগ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করার কারণে নিশ্চিতভাবেই সংবিধান বিরোধী এবং একই সঙ্গে ফৌজদারী অপরাধ;

যেহেতু কেউ যদি তাঁর পেশাগত ও সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করে তাঁর অধীনস্ত ও নির্ভরশীল কারও উপর এ ধরনের নিপীড়ন করে তবে সেই অপরাধ আরও নিকৃষ্ট;

যেহেতু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলী শিক্ষক[১], শিক্ষার্থী[২], কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং অভ্যাগতদেরও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাধ্য;

যেহেতু যে কোন রকম হয়রানি এবং নিপীড়নের ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তন্মধ্যে গুরুতর হচ্ছে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন;

যেহেতু হয়রানি ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একজন ব্যক্তিকে-

- চিরজীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে;
- তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে;
- তাঁর উপর স্থায়ী মানসিক চাপ সৃষ্টি করে;
- তাঁর মর্যাদাবোধে আঘাত করে;
- তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বা আত্মপ্রত্যয় হানি করে;
- শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কিংবা তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষা বা পেশা ত্যাগে বাধ্য করে, এমনকি বাস্তু এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করে;
- জীবন সংশয় সৃষ্টি করে, বা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির সৃষ্টি করে, এমনকি জীবনহানি করে;
- পরিবার ও স্বজনদের জীবন বিপর্যস্ত করে;
- পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে;

---

[১] শিক্ষক: শিক্ষক ও শিক্ষিকা

[২] শিক্ষার্থী : ছাত্র ও ছাত্রী

যেহেতু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশিষ্ট স কলে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নির্বিঘ্নে নিজ নিজ কর্মক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারে; এ জন্য কোন ব্যক্তি যাতে এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট;

যেহেতু বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলী প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক;

সেহেতু এই বিষয়ে যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অতি আবশ্যক বিধায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কার্যকর 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা' প্রণীত হলো।

১.১ এই নীতিমালা **'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১০'** নামে অভিহিত হবে।

১.২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১০' প্রযোজ্য হবে।

১.৩ এই নীতিমালা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। নীতিমালার লক্ষ্য ও আওতা

২.১ সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো-

(ক) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে একটি দণ্ডনীয় গুরুতর অপরাধ সেটা নির্দিষ্ট করা;

(খ) যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তার বা তাদেরসহ সকলের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ এবং বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা;

(গ) প্রথম থেকেই যাতে সকলেই এই অপরাধের পরিণাম এবং অপরাধ করলে কী দায় বহন করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকে, সে সম্পর্কে অবগত করা;

(ঘ) আক্রান্তদের, ক্ষতিগ্রস্তদের ও ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এবং

(ঙ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

২.২ এই নীতিমালার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে-

ক. অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

খ. অপরাধী/অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

গ. অভিযোগকারী ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

ঘ. বিচারের ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও ত্বরান্বিত করা;

ঙ. বিচার প্রার্থী/প্রার্থীদের বা তার/তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা এবং

চ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.৩ নীতিমালার আওতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর সীমানার[১] মধ্যে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে-

ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজের শিক্ষকবৃন্দ;

খ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী;

গ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ;

ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পেশার মানুষ;

ঙ. বিভিন্ন কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাসকারী সকল মানুষ;

চ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্কুল, কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী বা তাদের সঙ্গীরা;

---

[১] সীমানা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর, এবং চত্বর সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন স্ট্যান্ড এবং সংলগ্ন বাজারসমূহ।

ছ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী কিংবা কোন উদ্দেশ্যে আগত নারী-পুরুষ (বিশেষত: যদি যাতায়াতের বা অবস্থানের সময়কালে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়) এবং

জ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন দপ্তরে চাকুরি এবং কর্মের সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

২.৪ এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে সংঘটিত যৌন হয়রানিমূলক কাজের কোন অভিযোগ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ আনয়ন করে তাও এই নীতিমালার আওতায় পড়বে।

তবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই অভ্যাগত হলে এই নীতিমালা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৩। সংজ্ঞা

৩.১ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বলতে বুঝায়-

ক. শ্রেণী কক্ষের ভেতরে বা বাইরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা;

খ. যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বা অশোভন অঙ্গভঙ্গী, কটূক্তি, টিটকারি, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়া, ইত্যাকার আচরণের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা;

গ. চিঠিপত্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ/চেয়ার/টেবিল/নোটিশ বোর্ড/ওয়াশ রুমের দেয়ালে লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয় করা ও উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা বা উত্ত্যক্ত করা;

ঘ. যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটনা করা এবং/অথবা তদুদ্দেশ্যে পর্ণোগ্রাফি ছায়াছবি, স্থির চিত্র, ডিজিটাল ইমেজ, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রচার এবং স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ, প্রেরণ, প্রদর্শন ও প্রচার;

ঙ. লিঙ্গীয় ধারণা থেকে কিংবা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান;

চ. শ্রেণী কক্ষের ভেতরে বা বাইরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে অপ্রাসঙ্গিক যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ করা;

ছ. যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা;

জ. নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় যৌন হয়রানি;

ঝ. বলপূর্বক প্রেমের সম্মতি আদায়ের জন্য উত্ত্যক্ত করা বা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান করা;

ঞ. যৌন আক্রমণের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যাহত করা;

ট. যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে শরীরের যে কোন অংশ যে কোনভাবে স্পর্শ করা বা আঘাত করা;

ঠ. ভয়, মিথ্যা আশ্বাস বা প্রতারণা বা প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পেশাগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কিংবা স্থাপন এবং

ড. ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা ধর্ষণ।

৩.২ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গভেদের কারণে/সুযোগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন কাজ কিংবা ব্যবহার বা আচরণ যা যৌন কামনা ও আকাঙ্খা হতে উদ্ভূত তা এই নীতিমালার আওতায় আসবে।

৪। সচেতনতা ও জনমত গঠন

ক. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রতি শিক্ষা বর্ষে নতুন বর্ষের ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক ক্লাসসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল, ডরমিটরী, অফিস, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে এই নীতিমালাসহ এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করবে;

খ. এই নীতিমালার সারসংক্ষেপ এবং প্রত্যাশিত আচরণ-সম্বলিত একটি পুস্তিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল নতুন শিক্ষার্থী, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সকল হল, হোস্টেল, ডরমিটরী, অফিস, বিভাগ, অনুষদ, ইনস্টিটিউট ও সকল গ্রন্থাগারে বিতরণ করা হবে;

গ. প্রয়োজনবোধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদাবলী অনুযায়ী সকলের মতপ্রকাশ, চলাফেরা, পড়াশোনা ও কাজের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও যথাযথ সচেতনতা ও জনমত গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে;

ঙ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মত-বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটির গঠন ও কার্যপ্রণালী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ, আনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ কমিটি[১] গঠন করবে।

৫.১ অভিযোগ প্রদান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য

ক. অভিযোগ কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নাম পরিচয়ের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত/অভিযুক্তকারীদের নাম পরিচয়েরও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, উভয়পক্ষের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে;

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব প্রক্টরিয়াল বডি বা সমপ্রকারের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাধীনে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে;

গ. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হতে পারলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা আইনজীবীর মাধ্যমে স্বাক্ষরকৃত অভিযোগ দাখিল করতে পারবে;

ঘ. নিরাপত্তার সমস্যা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে;

ঙ. অভিযোগকারী নারী হলে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির যেকোন নারী সদস্যের কাছে আলাদাভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন।

---

[১] অভিযোগ কমিটি: এতদপরবর্তীতে এই নীতিমালায় অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি বলতে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি বুঝাবে।

৫.২ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সংক্রান্ত অভিযোগ কমিটি গঠন

ক. অভিযোগ কমিটি দুই বছর মেয়াদি হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে, যথা-কোন সদস্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিদেশ গমন, অসুস্থতা বা অন্য যেকোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই উক্ত কমিটি পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

খ. অভিযোগ কমিটি হবে সাত সদস্যবিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হবেন; কমিটি গঠনের পর সদস্যদের নাম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত করবে।

গ. সাতজন সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম চারজন নারী সদস্য থাকবেন।

ঘ. অভিযোগ কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ

১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন তিনজন শিক্ষক; তন্মধ্যে দুইজন নারী সদস্য;

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ক আইন সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী;

৩. প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘ সময় ধরে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞ কোন নারী অধিকার/মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি;

৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট মনোনীত একজন সিন্ডিকেট সদস্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন সদস্যের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ একজন নারী সদস্যকে সভাপতি ও অন্য একজনকে (নারী/পুরুষ) সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনয়ন দিবেন। সদস্য-সচিব অভিযোগ কমিটির দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন।

ঙ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোগ কমিটির কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সেবার আওতায় সাইকোথেরাপির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর সেবাদান করবেন। যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির শিকার হবেন তারা এই কেন্দ্রে যোগাযোগ করে সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহণ করবেন। এই কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব রেকর্ড রাখবেন। তবে তিনি-এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা

রক্ষা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণের লক্ষ্যে অভিযোগ কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৫.৩ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ে অভিযোগ কমিটির কার্যপ্রণালী

ক. অভিযোগ কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মতিতে, অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অভিযোগ কমিটির সভা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভাপতি কিংবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সদস্য সচিব সভার সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক সভা আহ্বান করবেন। সদস্য সচিব অভিযোগ কমিটির সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন। তিনি কমিটির সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন।

খ. সাধারণভাবে ঘটনার ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির নিকট অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগ যাচাইয়ে-

১. বিষয়টি সমাধান করার মত হলে সাধারণভাবে ৩.১ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) এবং (চ) শ্রেণীর অভিযোগ, অভিযোগ কমিটি নিষ্পত্তি করবে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত রিপোর্ট দিবে;

২. অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য না হয় তবে সর্বোচ্চ সাত কার্যদিবসের মধ্যে তা (ক) সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির নিকট ন্যস্ত করবে এবং (খ) যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট অভিযোগ কমিটি আনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অভিযোগ কমিটি তদন্ত করার জন্য পক্ষগণকে এবং সাক্ষীগণকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রদান, প্রয়োজনীয় শুনানি, তথ্য-সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলপত্র পর্যালোচনা করার অধিকারী হবে। যেহেতু এ জাতীয় অভিযোগে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ কম থাকে, তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উপর জোর দিতে হবে। অভিযোগ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস চাহিবামাত্র সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের

পরিচয় গোপন রাখবে। সাক্ষ্য গ্রহণকালে অভিযোগকারী/ অভিযোগকারীদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন প্রকার হেয়, নিগ্রহ, হয়রানিমূলক প্রশ্ন এবং আচরণ করা যাবে না। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদানে কেউ সমস্যাবোধ করলে পরিচয় গোপন রেখে বা পরোক্ষভাবে যাতে তথ্য সরবরাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অভিযোগ করার পর যদি অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযোগের তদন্ত বন্ধের আবেদন করেন তবে এর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট উল্লেখ করতে হবে।

অভিযোগ কমিটি সর্বোচ্চ ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে কমিটির রিপোর্ট এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির নির্দিষ্ট সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে; তবে বিশেষ যৌক্তিক কারণে তদন্তের সময়কাল সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

৬। শাস্তি

অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। অভিযোগ কমিটি কর্তৃক কোন অভিযোগের তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সকল দায়িত্ব থেকে এবং শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে হবে।

৬.১ অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ. লিখিত সতর্কীকরণ;

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ. এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার;

ঙ. দুই বছরের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার;

চ. চিরতরে বহিষ্কার ও প্রচার;

ছ. সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.২ অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ. লিখিত সতর্কীকরণ;

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ. অভিযুক্ত/অভিযুক্তকারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

ঙ. অপরাধী/অপরাধীদের পদাবনতি ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

চ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;

ছ. অপরাধী/অপরাধীদের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

জ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;

ঝ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;

ঞ. চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৩ অপরাধী যদি শিক্ষক হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ. লিখিত সতর্কীকরণ;

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ. নির্দিষ্ট কোর্সসমূহে পাঠদান, পরীক্ষার কাজ, গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি;

ঙ. অভিযুক্ত/অভিযুক্তকারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

চ. অপরাধী/অপরাধীদের পদাবনতি ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

ছ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;

জ. অপরাধী/অপরাধীদের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

ঝ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;

ঞ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;

ট. চাকুরীচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৪ অপরাধী যদি ক্যাম্পাসে বসবাসরত বা আগত বা যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তি হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ. লিখিত সতর্কীকরণ;

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ. ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল বা বসবাস নিষিদ্ধ করা;

ঙ. সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৫ মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি

যদি প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাহলে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের উপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট জমা দিবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ প্রতিষ্ঠান উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

৭। তহবিল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ কমিটির ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্দ ও মঞ্জুর করবে।

৮। প্রবিধি প্রণয়ন

'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১০' এর যথোপযুক্ত কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধি প্রণয়ন করতে পারবে। মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

(এই নীতিমালা ২৭-০৬-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩৭তম সিন্ডিকেট সভার ১৫ নং সিদ্ধান্তে অনুমোদিত।)